৩৮

প্রথম আলো

তারিখ AUG 26 2006
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৭

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও শিক্ষার মান নিয়ে মতপার্থক্য

প্রথম আলো ডেস্ক

সরকার সম্প্রতি নীতিগতভাবে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিভাগের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ ও মাদ্রাসাশিক্ষার সংশ্লিষ্টদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। খবর বিবিসির।

ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের ইসলামপন্থী দলগুলোর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া। অথচ ১৮শ শতকের শেষের দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে যখন কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয় তখন এর লক্ষ্য ছিল ভিন্ন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রুহুল আমিন বলেন, ব্রিটিশ সরকার ১৭৮০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

১৮৬৭ বা ১৮৬৮ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কেবল ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া। এর আদলেই বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পার্থিব কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে না—এটাই ছিল মূল লক্ষ্য।

সমমান দেওয়ার বিষয়টি সমর্থন না করে অধ্যাপক রুহুল আমিন বলেন, মানহীন ও মানসম্পন্ন ডিগ্রির মর্যাদা এক রকম হতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কোরান, হাদিস ছাড়াও বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা, ইংরেজি, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় পড়ানো হয়। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, যারা এ বিষয়গুলো পড়ছেন, আর যারা পড়ছেন না, তাদের দুজন কীভাবে সমান হবেন?

সমমান চাইলেও ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিভাগের মতো পাঠক্রম তৈরিতে কতটা প্রস্তুত কওমি মাদ্রাসাগুলো—এ প্রশ্নের জবাবে লালবাগের জামিয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক শাখাওয়াত হোসেন বলেন, যদি কেউ বাংলা, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে চায়, তাদের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কওমি মাদ্রাসাগুলোর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আরবির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। তিনি বলেন, সরকারের দেওয়া পাঠ্যক্রম চাই না। আমরা স্বীকৃতি চাচ্ছি নিজেদের মতো করে। তা ছাড়া এ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পড়াশোনা করে আমরা সরকারি প্রশাসনে চাকরি করার আশা করি না।

তবে তার এ বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, কওমি মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের তাদের পাঠক্রম সংস্কার করে এমনভাবে সাজানো উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা সাধারণ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের মতো বাংলা, ইংরেজিসহ অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় পড়ানো উচিত কি না—এ প্রশ্নে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ভিন্ন মত রয়েছে। এক ছাত্র বলেন, আরবির পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি বা বিজ্ঞানের বিষয় শিখলে কোনো ক্ষতি তো নেই। তবে অন্য একজন বলেন, দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের পর কারও উদ্দেশ্য থাকে না সরকারি চাকরি করবে। তাদের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ ও রাসূলের জন্য পড়াশোনা করা।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, পাঠক্রম পরিবর্তন না করে কেবল সমমান স্বীকৃতি এসব মাদ্রাসাশিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তনে